... 41

তারিখ ... 27 AUG 1996 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ... ৫ ...

আজকের কাগজ

'ফিডব্যাক' : ক্যাম্পাস অভিযান

শতাধিক 'আর্মড ক্যাডারের' মধ্যে ধরা পড়েছে মাত্র ৭ জন

আমিনুর রহমান তাজ ঃ পুলিশের ক্যাম্পাস অভিযান কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। প্রায় শতাধিক আর্মড ক্যাডারের মধ্যে মাত্র ৭ জন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। অবশিষ্ট ক্যাডাররা ক্যাম্পাসের ১২টি আবাসিক হলে বহাল তবিয়তেই অবস্থান করছে। রাজনৈতিক চাপের কারণে পুলিশ এ সকল আর্মড ক্যাডারদের গ্রেফতার করতে পারছে না বলে পুলিশের সূত্রগুলো জানিয়েছে। গত ২ দিনে ক্যাম্পাসের আবাসিক হলগুলোতে তল্লাশি চালিয়ে যে ৭২ জনকে গ্রেফতার করা হয় তার মধ্যে উল্লেখিত ৭ জন বাদে অধিকাংশই ক্যাডারভুক্ত শ্রেণীর আসামী নয় বলে জানা গেছে। এদিকে গত রোববার ক্যাম্পাস অভিযান চলাকালে আসামী শামীমকে পুলিশের হেফাজত থেকে যে সকল ব্যক্তি ছিনিয়ে নেয়, তাদের বিরুদ্ধে গতকাল রমনা থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে। আসামী ছিনতাই ঘটনার ব্যাপারে পুলিশের উর্ধ্বতন মহল ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে।

গত ৭ দিনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'দফা তল্লাশি অভিযানের 'ফিড ব্যাক' নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। প্রথম দফা অভিযানে মোট ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে ছাত্রদলের ক্যাডার বলে কথিত বনীসহ মোট ৭ জনকে অস্ত্র আইনের আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আটকাদেশ দেয়া হয়। বাকি ২৮ জনকে ক্যাম্পাস এলাকায় গোলযোগ সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত করে নিয়মিত মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়। গত রোববার ক্যাম্পাসের ১২টি আবাসিক হলে অভিযান চালিয়ে পুলিশ যে ৩৭ জনকে গ্রেফতার করে তন্মধ্যে ১০ জনই হচ্ছে 'টোকাই'। এদেরকে ডিএমপি অধ্যাদেশে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বাকি ২৭ জনকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় আদালতে চালান দেয়া হয়। পুলিশের একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র স্বীকার করেছে, যারা আবাসিক হলগুলোতে তল্লাশি অভিযান চলাকালে ধরা পড়েছে, তাদের অধিকাংশই সাধারণ বহিরাগত ব্যক্তি। সূত্রগুলোর মতে, ক্যাম্পাসের আসল ক্যাডাররা এখনো তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে। পুলিশের দায়িত্বশীল সূত্রগুলো অভিযোগ করেছে, মূলত রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় থাকার কারণে সন্ত্রাসী ক্যাডারদের ধরা যাচ্ছে না। যে কারণে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা প্রশমিত হচ্ছে না। পুলিশ সূত্রগুলোর অভিমত, ক্যাডারদের ধরার ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বর্তমানে ক্যাম্পাস এলাকায় সরকারের ৪টি গোয়েন্দা সংস্থার ২০ থেকে ২৫ জন সদস্য কাজ করছে। ক্যাম্পাসে কিভাবে অস্ত্র আসছে, কোথায় এই অস্ত্র সংরক্ষণ করা হচ্ছে তা এদের নখদর্পণে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে পুলিশের অভিযান সন্তোষজনক নয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা আজকের কাগজকে জানিয়েছেন, "আমরা সবই জানি, কিন্তু যেটা করা প্রয়োজন সেটা সম্ভব হয়ে উঠছে না, কেবল রাজনৈতিক চাপের কারণে।" তাছাড়াও এক শ্রেণীর অসৎ গোয়েন্দা 'ফিল্ড ওয়াচার' ও পুলিশ কর্মকর্তার তথ্য পাচারের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপারেশন সফল হয়ে উঠছে না।

গত রোববার ক্যাম্পাসে হলসমূহে তল্লাশি চলাকালে পুলিশ শামীম আহমেদকে আটক করে। ধৃত শামীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালো তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী বলে পুলিশ জানিয়েছে। তার বিরুদ্ধে রমনা থানায় ৪টি নিয়মিত মামলা রয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার পর পুলিশ শামীমকে মুহসীন হলের গেস্টরুমে বসিয়ে রাখে। পরে আসামীকে কন্ট্রোল রুমে পাঠানোর প্রস্তুতি গ্রহণকালে ২০০/৩০০ জন ছাত্র নামধারী ব্যক্তি পুলিশের কাছ থেকে শামীমকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। জনসংখ্যা বেশি থাকার কারণে পুলিশ শর্ট গানের গুলি চালাতে সক্ষম হয়নি। এই ঘটনার ব্যাপারে ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা জোনের সহকারি কমিশনার বোরহান আহমেদ বাদী হয়ে গতকালই রমনা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৬ ধারায় মামলাটি রেকর্ড করা হয়। ৬ জন আর্মড ক্যাডারকে এই মামলার এজাহারভুক্ত আসামী করা হয়েছে।

এদিকে ক্যাম্পাস থেকে গ্রেফতারকৃত আসামী শামীমকে ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনায় কোনো পুলিশ কর্তাব্যক্তির কর্তব্যকাজে অবহেলা বা শৈথিল্য রয়েছে কি না তা পুলিশের উর্ধ্বতন মহল খতিয়ে দেখছে। এ ব্যাপারে একটি বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। যদি এই ছিনতাই ঘটনার ব্যাপারে কোনো পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্বহীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে। তবে গোয়েন্দাদের অন্য একটি সূত্র জানায়, মূলত পুলিশের উর্ধ্বতন মহলের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে পুলিশী হেফাজত থেকে আসামী শামীমকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।